শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে

পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার দিন স্থানীয়ভাবে প্রশ্নপত্র ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেছে, আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা থেকেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে সরকার। এ লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দ্রুতই একটি কর্মশালা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। স্থানীয়ভাবে পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্র ছাপার বিষয়ে প্রায় তিন বছর আগে যেসব সুপারিশ করা হয়েছিল সেসব সুপারিশ আমলে নেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।

পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কোনভাবেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। পিএসসি থেকে শুরু করে এইচএসসি পর্যন্ত সব পরীক্ষাতেই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটছে। এমনও অভিযোগ আছে যে, কোন কোন পরীক্ষায় প্রায় সব বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। চলমান এসএসসি পরীক্ষায়ও একাধিক বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। অথচ পরীক্ষা শুরুর পূর্বে সরকার বলেছিল, এবার প্রশ্নপত্র ফাঁস হবে না। প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে সব রকম ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছিলেন। বাস্তবে দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র। প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় সেটা রোধ করতে পারেনি।

স্থানীয়ভাবে পরীক্ষার দিন প্রশ্নপত্র ছাপার উদ্যোগকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখতে চাই। স্থানীয়ভাবে প্রশ্নপত্র ছাপানোর জন্য বছর তিনেক আগে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কমিটি দুটি সুপারিশ করেছিল। এক সুপারিশে বলা হয়েছিল নির্দিষ্ট একটি সফটওয়ারে সংরক্ষণ করে পরীক্ষার দিন অনলাইনে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছে পাঠানো হবে। এরপর স্থানীয় ভাবে প্রিন্টারে সে প্রশ্ন ছাপা হবে। আরেক সুপারিশ বলা হয়েছিল সুরক্ষিত কোন ডিভাইসের মাধ্যমে প্রশ্ন কয়েকদিন আগেই মাঠপর্যায়ে পাঠানো যেতে পারে। সে ডিভাইস থেকে পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্র প্রিন্ট করা হবে। তবে ডিভাইসে এমনভাবে টাইম সেট করা থাকবে যাতে পরীক্ষার দিন নির্ধারিত সময়ের আগে সেই ডিভাইস খোলা না যায়। সনাতন পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিকে ভালো বলা চলে। পরীক্ষার সময়ের সঙ্গে প্রশ্নপত্র ছাপার সময়ের ব্যবধান কমলেই যে প্রশ্ন ফাঁস হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে সেটা নিশ্চিত নয়। এখন এমন প্রযুক্তিও বের হয়েছে যে, সেকেন্ডের মধ্যে প্রশ্ন কপি করে ফাঁস করা যায়। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশ্ন ছাপা হলে এর সঙ্গে অনেক বেশিসংখ্যক মানুষ যুক্ত হবে। এতে প্রশ্ন ফাঁসের সুযোগ আগের মতোই থেকে যায়। তবে পরীক্ষার কিছুক্ষণ আগে প্রশ্ন ফাঁস হলে পরীক্ষার ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব হয়তো কম হবে।

ডিজিটাল প্রযুক্তির ওপর এখনই এই ভরসা করা যায় না যে, প্রশ্ন ফাঁস সম্পূর্ণ বন্ধ হবে। কাজেই প্রশ্ন ফাঁসের আশঙ্কা থেকেই যায়। তবে প্রশ্ন ফাঁস হওয়া বা না হওয়া নিয়ে আমাদের আতঙ্কিত হতে হতো না যদি দেশে শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে গুণগত পরিবর্তন আনা যেত। সৃজনশীল পদ্ধতি নামে যে পদ্ধতি চালু করা হয়েছে সেটা কতটা সৃজনশীল তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে প্রশ্ন ফাঁস হওয়া আর না হওয়ার প্রভাব একই বলে আমরা মনে করি। নোট-গাইড আর মুখস্থনির্ভর শিক্ষা বা পরীক্ষা বন্ধে উদ্যোগ নিতে হবে। এটা করা গেলে প্রশ্ন ফাঁস হলেও এমনকি পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে বই নিয়ে গেলেও দুশ্চিন্তা করতে হতো না। তাকে তার মেধা আর সৃজনশীলতার ওপর নির্ভর করেই প্রশ্নের উত্তর দিতে হতো।